দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0 8 DEC 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

006

শিক্ষাঙ্গন

ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব

মাদ্রাসা মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই শিক্ষা ব্যবস্থা যুগ-যুগ ধরে চলে আসছে। এখানে মুসলমানরা তাঁদের ধর্মীয় ও নৈতিকতা সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন। বস্তুতঃ সে শিক্ষাই মানুষের জন্য কল্যাণকর, যা তার জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে নৈতিক চরিত্র বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দেয় এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপনের পক্ষে সহায়ক হয়। মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমেই প্রতিটি মুসলমান সেই সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে।

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, (ইসলামী আইন-শাস্ত্র) আরবী, ফারসী, উর্দু ও বাংলা সাহিত্য এবং ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, অংক, বিজ্ঞান, বালাগাত, মানতিক, হিকমত, আকাঈদ, তাসাউফ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান দান করা হয় এবং শিক্ষার্থীকে সকল বিষয়ে সম্যক পারদর্শী করে তোলে। আমাদের দেশের বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষায় এর যথার্থ প্রতিফলন হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষককে শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় সীমাবদ্ধ না রেখে একে ব্যক্তিগত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে উত্তম রূপে বাস্তবায়িত করার শিক্ষা দেয়। সাথে সাথে এতে নৈতিক শিক্ষাও দেয়া হয়। ফলে, প্রতিটি শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারে। আল্লাহর নির্দেশিত ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পথে চলতে হলে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দ্বীনি শিক্ষা ব্যতীত সাধু পুরুষ হতে গেলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

কেননা, ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতীত ভাল-মন্দ, বিধি-নিষেধ, হালাল-হারাম ইত্যাদি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় না। ছাত্র জীবনে এই শিক্ষায় শিক্ষিত হতে না পারার দরুনই বর্তমানে প্রচলিত নৈতিকতাবিহীন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত হয়ে মুসলিম যুবসমাজ কর্মজীবনে ধর্মের প্রতি উদাসীনতা, মাতা-পিতা ও গুরুজনের প্রতি অশ্রদ্ধা, অভক্তি ও অবজ্ঞা প্রভৃতি কার্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আদব-কায়দা বা শিষ্টাচার ও সৌজন্য শিক্ষা দেয়া মাদ্রাসা শিক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গ।

বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে তাতে মুসলমানদের তাহযীব ও তামাদ্দুন এবং মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। মাদ্রাসা শিক্ষাকে বাদ দিয়ে এই শিক্ষা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকলে, অচিরেই, মুসলমানগণ কুরআন ও হাদীসের আলোক হতে বঞ্চিত হয়ে স্বীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা ভুলে গিয়ে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।

বর্তমানে স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলাম যেভাবে শুধুমাত্র দীনিয়াত বিষয়টির মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ছে এবং উচ্চস্তরে তাও ঐচ্ছিক বিষয়রূপে পরিগণিত হয়েছে সেখানে এ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মুসলিম যুব-সমাজ ইসলামের সত্যিকার আলো হতে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হবে। আর এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যুবসমাজে ইসলামের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

এই অবস্থায় ইসলামের স্থায়িত্বকল্পে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করতঃ একে টিকিয়ে রাখা প্রত্যেক মুসলমানের গুরুদায়িত্ব। যাতে শিক্ষার্থীগণ খাঁটি মুসলমান হিসাবে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে। সেই যোগ্যতা অর্জন একমাত্র মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভবপর। সুতরাং মাদ্রাসা শিক্ষাই আমাদের একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত।

বাস্তবিকই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যতীত ইসলামের ব্যাপকতা লাভ সম্ভব নয়। অবশ্য, একে যথাযথ সংস্কার ও সম্প্রসারণ করে নিলেই সার্বিকভাবে তা সকলের গ্রহণযোগ্য হবে।

—কাজী মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন মহিম